কে. এম. মাহমুদ

প্যাকেজ প্রোগ্রামের মূল কথা

আমরা জানি কমপিউটার একটি প্রোগ্রাম চালিত যন্ত্র। কমপিউটারে ব্যবহৃত এই প্রোগ্রামকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমনঃ (১) ব্যবহারিক প্রোগ্রাম ও (২) পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম বা সিস্টেম প্রোগ্রাম। সিস্টেম প্রোগ্রামেরই একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে ডেভেলপিং প্রোগ্রাম। এগুলোর সাহায্যে একজন প্রোগ্রামার তার প্রয়োজনমত যে কোন ধরনের প্রোগ্রাম তৈরী করে নিতে পারেন। ডেভেলপিং প্রোগ্রামের সাহায্যে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বা সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তৈরী প্রোগ্রামসমূহকে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বলা হয়। একজন প্রোগ্রামার নিজেই তার প্রয়োজনমত ব্যবহারিক প্রোগ্রাম তৈরী করে নিতে পারেন। আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি অনেক ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এধরনের প্রোগ্রামে বিভিন্ন ব্যবহারিক সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত এধরনের প্রোগ্রামকে বলা হয় প্যাকেজ প্রোগ্রাম।

প্যাকেজ প্রোগ্রামকে এমনভাবে তৈরী করা হয় যেন একজন অপেশাদার লোক যার কমপিউটার বা প্রোগ্রামিং সম্বন্ধে কোন ধারনা নাই, তিনিও সফলভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। অধিকাংশ প্যাকেজই ব্যবহারের সুবিধার জন্য এমন ভাবে তৈরী করা হয় যেন প্রত্যেক ধাপেই সহায়ক কিছু তথ্য পর্দায় ভেসে উঠে। এ সকল তথ্য পড়ে অনায়াসে যে কেউই কমপিউটার চালাতে পারবেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করতে পারবেন। কিভাবে একটি প্যাকেজ তৈরী করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক। প্যাকেজ তৈরীতে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য প্যাকেজটি তৈরী হচ্ছে তার ইনপুটগুলো কি এবং তার আউটপুটই বা কি–যা আমরা পর্দায় দেখতে পাব। এবার প্রত্যেকটি ইনপুটের জন্য আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম লিখতে হয়। অনুরূপে প্রত্যেকটি আউটপুটের জন্যও আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম লিখতে হয়। এছাড়া প্রত্যেকটি ইনপুট ও আউটপুট তথ্যের এডিটিং-এর জন্যও আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম তৈরী করতে হয়। একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে এই ধারণাটি আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে। ধরা যাক কোন একটি বিশেষ কোম্পানীর ক্রয় বিক্রয়ের সার্বিক হিসাব করার জন্য একটি প্যাকেজ তৈরী করতে হবে। প্রথমেই যা করণীয় তা হচ্ছে, কোন কোন ধরনের জিনিস কোম্পানী ক্রয় করে এবং কোন কোন জিনিস বিক্রয় করে তা নির্ধারণ করতে হবে। এবার প্রত্যেক ধরনের জিনিসের ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য প্রোগ্রাম লিখতে হবে যাতে করে এই প্রোগ্রামের সাহায্যে কোন বিশেষ ধরনের বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে কয়টা ক্রয় বা বিক্রয় হল তা সহজেই এন্ট্রি করা যায়। এই প্রোগ্রামগুলো এমনভাবে লেখা হয় যেন ডাটা এন্ট্রির প্রত্যেক ধাপেই একেকটা অর্থবোধক Prompt ভেসে উঠে যাতে করে ব্যবহারকারী সহজেই বুঝতে পারেন পরবর্তী ধাপে কি করতে হবে। এছাড়া ধাপে ধাপে সহজ ও বোধগম্য অর্থবোধক মেসেজ কমপিউটারের মনিটার ভেসে উঠে যাতে করে ব্যবহারকারীর পক্ষে কাজ করা সহজতর হয়। প্রত্যেকটা কাজের জন্য আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম লিখে তা চালিয়ে দেখতে হয় যেন তা সম্ভাব্য সকল অবস্থার জন্য কার্যকর হয়। এবার একটা প্রধান প্রোগ্রাম তৈরী করতে হয় যা উপরোল্লেখিত প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। এটিকে মাষ্টার প্রোগ্রাম ও বলা যেতে পারে। এই প্রোগ্রাম রান (Run) করলে অন্যান্য প্রোগ্রামগুলোও ধারাবাহিকভাবে রান (Run) হয়। এখন এই মাষ্টার প্রোগ্রামটিকে উপযুক্ত একটি নাম দিয়ে .EXE ফাইল তৈরী করতে হয় যাতে করে নির্মিত প্যাকেজের সম্বলিত ডিস্কেট কমপিউটারে ঢুকিয়ে EXE ফাইলটির নাম লিখে ENTER চাপলেই মাষ্টার প্রোগ্রামটি রান হয়। এভাবেই মোটামুটি একটি প্যাকেজ তৈরী করা হয়ে থাকে।

এবারে, বিশেষ ধরনের কয়েকটি প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ওয়ার্ড প্রোসেসর প্যাকেজ ঃ এধরনের প্যাকেজ দিয়ে সাধারনতঃ একটি টাইপরাইটারের কাজ সহজে ও উন্নতভাবে করা যায়। এ ধরনের প্যাকেজ দিয়ে সাধারনত নিম্নে চার ধরনের কাজ করা হয় ঃ

লিপি লিখন, সম্পাদন ও ডকুমেন্টের গঠন নিয়ন্ত্রণ
লিপির আকার ও কারুকাজ নিয়ন্ত্রণ
লিপি সংরক্ষন ও পঠন
কাগজে ডকুমেন্টকে প্রিন্ট করা

একটি টাইপ রাইটার থেকে এর তফাৎ অনেক। এটি দিয়ে লেখার আকার ইচ্ছামত পরিবর্তন সম্ভব এবং লেখায় কোন বিশেষ অংশে বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ করাও সম্ভব। এছাড়া লেখার কোথাও ভুল হলে সহজেই তা মুছে পুনরায় লেখা যায়। সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে লেখাকে সংরক্ষন করে রাখা যায়। ওয়ার্ডষ্টার, ওয়ার্ডপারফেক্ট, মাল্টিমেট, উইনওয়ার্ড ইত্যাদি বহুল প্রচলিত কয়েকটি ওয়ার্ড প্রোসেসরের নাম।

স্প্রেডশীট ঃ খাড়া স্তম্ভাকারে সজ্জিত সারি সারি ডাটা নিয়ে হিসাব নিকাশ করার জন্যই প্রধানত স্প্রেডশীট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উপাত্ত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি চমৎকার লেখচিত্র তৈরীর ক্ষমতাও এই প্যাকেজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এধরনের প্যাকেজের একটি বড় সুবিধা হল, কোন উপাত্ত পরিবর্তন করা হলে, তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হয়ে থাকে। এধরনের প্যাকেজের উদাহরনস্বরূপ লোটাস, ভিসিক্যালক, মাল্টিপ্লান ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য।

ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজ ঃ বিশেষ গঠনে সজ্জিত বিপুল পরিমান ডাটা নিয়ে ডাটাবেস গঠিত। ডাটাবেসের উপাত্তকে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের জন্য ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজ ব্যবহার করা হয়। বড় বড় কোম্পানী বা অফিসের বিভিন্ন রেকর্ডসমূহকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজান, দ্রুত কোন রেকর্ডের অনুসন্ধান, নির্দিষ্ট কোন রেকর্ডের জন্য বিশেষ আকারের কোন রিপোর্ট তৈরী ইত্যাদি ডাটা প্রোসেসিংএর কাজে এই প্যাকেজ ব্যবহার করা হয়। ডাটাবেস, ফক্সবেজ, ইত্যাদি এ ধরনের প্যাকেজের উদাহরণ।

গ্রাফিকস্ প্রোগ্রাম ঃ বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ তৈরী, ছবি আঁকা, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ও অন্যান্য পরিকল্পনার নকশা তৈরীর কাজে এধরনের প্যাকেজগুলো ব্যবহৃত হয়। ওপেন অ্যাজেস, অটোক্যাড, গ্রাফ প্লান, বি. পি. সি. গ্রাফিক্স ইত্যাদি এধরনের প্যাকেজের উদাহরন।

ডেস্কটপ পাবলিশিং প্যাকেজ ঃ

প্রিন্টিং-এর পূর্বে লেখাকে প্রিন্টিং যেমন হবে ঠিক তেমন করে সাজানোর কাজে এই প্রোগ্রাম খুবই উপযোগী। এ প্রক্রিয়াকেই আমরা কম্পোজ বলে জানি। এই কম্পোজের কাজের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি প্যাকেজের উদাহরন হচ্ছেঃ পেজমেকার, ভেনচুরা পাবলিশার ইত্যাদি।

কমপিউটার গেইম ঃ কমপিউটার ব্যবহারকারীদের বিনোদনের জন্য অনেক ধরনের গেইম প্যাকেজ আকারে পাওয়া যায়। ☆

বিসিএস কমপিউটার শো

(৫৯ নং পৃষ্ঠার পর)

স্টল

প্রদর্শনীতে মোট স্টল থাকবে ৩৩টি। তম্মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠানের দুটি করে মোট ১৬টি স্টল থাকবে। অবশিষ্ট ১৭টি স্টলে একজন করে প্রদর্শক থাকবেন। এ ছাড়া প্রদর্শনীতে সংবাদপত্র ও তথ্য সংক্রান্ত দুটি স্টলও থাকবে।

দুটি স্টল যাদের থাকবে তারা হলো– সাইটেক, মাল্টিলিঙ্ক ইন্টারন্যাশনাল, ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশন, আনন্দ কমপিউটার্স, আইবিএম ওয়ার্ল্ড ট্রেড কর্পো., ফ্লোরা লিমিটেড, কমপিউটার সার্ভিসেস এবং সিপ্রোকো কমপিউটার।

১টি করে স্টল যারা নিচ্ছেন তারা হলে :–

গ্রাফিক্স ইনফরমেশন সিস্টেমস, সিস্টেমেটিক কম্পিউটিং, অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার্স, এবাকাস এন্ড অটোমেশন, ইউনিভেন্ড লিমিটেড, ডলফিন কমপিউটার, একসেস প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্লাইড কমপিউটার টেকনোলজি, সিগমা ট্রেড, লিডস কর্পোরেশন, বেক্সিমকো কমপিউটার, আইবিসিএস প্রাইমেক্স, আইওই, ইনফোটেক, সিএসএল, জোএএন এসোসিয়েটস, দি কমপিউটার্স লিমিটেড।

এবারের প্রদর্শনী পরিচালনা করছে সমিতির নির্বাহী পরিষদ। নির্বাহী পরিষদে রয়েছেন, সভাপতি- জনাব সাজ্জাদ হোসেন, সহ-সভাপতি- জনাব মইন খান, সাধারণ সম্পাদক- জনাব এ,এইচ কাফি, কোষাধ্যক্ষ- জনাব মোস্তাফা জব্বার, সহ সম্পাদক- জনাব গোলাম মহিউদ্দিন, সদস্য- জনাব এম.এইচ. রানা ও জনাব সাবির আহমেদ।

এই প্রদর্শনীতে দেশের প্রায় সকল প্রধান কমপিউটার বিক্রেতা যে অংশ গ্রহণ করছেন তা অংশগ্রহণকারীদের তালিকা থেকেই বোঝা যায়। অংশগ্রহণকারীগণ কমপিউটার দুনিয়ার সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তি প্রদর্শন করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা এসব প্রদর্শক পৃথিবীর প্রায় সকল বিখ্যাত ব্রান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এবারের প্রদর্শনীতে পেন্টিয়াম ও পাওয়ার পিসিভিত্তিক দ্রুত চলমান সার্ভার ও নেটওয়ার্ক ভিত্তিক কমপিউটার ছাড়াও মাল্টিমিডিয়া ও শিক্ষামূলক সফটওয়ার প্রাধান্য পেতে পারে। প্যাকার্ড বেলসহ কিছু কিছু নতুন ব্রান্ডের কমপিউটারও এই প্রদর্শনীতে আসতে পারে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কোম্পানী তাদের নতুন পণ্য সামগ্রী আমদানী করার ব্যবস্থা নিয়েছে। আশা করা হচ্ছে এসব মালামাল প্রদর্শনীর আগেই ঢাকা এসে পৌছাবে।

বিসিএস কমপিউটার শো ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এবারের প্রদর্শনী বিক্রির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

[আনন্দপত্র বাংলা সংবাদ]